স্বাধীনতা পুরস্কার-২০০৮

ভাষণ

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা
ড. ফখরুদ্দীন আহমদ

ঢাকা, মঙ্গলবার, ২৫ মার্চ ২০০৮, ১১ চৈত্র ১৪১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ,
সহকর্মীবৃন্দ,
সম্মানিত সুধীমণ্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

স্বাধীনতা পুরস্কার-২০০৮ প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে আসতে পেরে আমি কৃতার্থ বোধ করছি। এবার যেসব সর্বজন-শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদেরকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। উপস্থিত সবাইকে জানাই উষ্ণ শুভেচ্ছা।

স্বাধীনতার অবিনাশী চেতনাকে সম্মান জানাতে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণ ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বরেণ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবছর রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এবছর দেশ ও জাতির কল্যাণে এবং মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে অনন্যসাধারণ অবদানের জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ রাইফেলস এবং ব্যক্তি ক্যাটাগরিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শহীদ ড. শামসুজ্জোহা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শহীদ ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব এবং প্রথিতযশা ও দেশবরেণ্য অর্থনীতিবিদ আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক রেহমান সোবহান পুরস্কৃত হয়েছেন। তাঁদের সবাইকে সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। আমাদের জাতিসত্বার বিকাশে তাঁদের অবদানের কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

আগামীকাল ২৬শে মার্চ, আমাদের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। একাত্তরের এ-দিনটিতেই সূচনা হয়েছিল আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের। এরপর নয়-মাস স্থায়ী এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে পূবের আকাশে উদয় হয়েছিল বিজয়ের রক্তিম সূর্য। বিশ্ব মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটেছিল স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের।

এ-মাটির ত্রিশ লক্ষ অজেয় শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছিলাম আমাদের প্রাণপ্রিয় সেই স্বাধীনতা। আমি শুরুতেই সেই অগুনতি শহীদানের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। একই সাথে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের অসামান্য অবদানের কথা; যাঁদের নিরলস প্রয়াস, কঠোর পরিশ্রম ও চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন মানচিত্র ও লাল-সবুজ পতাকা।

সুধীবৃন্দ,

দুঃখজনক হলেও সত্য, যে গণতান্ত্রিক ও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে এদেশের আপামর জনসাধারণ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আজও তা অর্জিত হয়নি। আমাদের সাঁয়ত্রিশ বছরের সুদীর্ঘ পথপরিক্রমায় গণতন্ত্র আজও এদেশে পূর্ণতা পায়নি। রাষ্ট্রযন্ত্র ও সুশাসনের সুফল আজও সাধারণ নাগরিকদের নাগালের বাইরেই রয়ে গেছে। এই খণ্ডিত ফলাফল নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য কাঙ্খিত হতে পারে না।

এক সংকটময় ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিল, তারপর থেকে দেশে গণতান্ত্রিক ধারাকে সুসংহত করতে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে আমরা আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছি। একই সাথে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও নির্বাচনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্যও আমরা বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি। দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা, প্রশাসনকে রাজনৈতিক প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত করা এবং একটি দুর্নীতিমুক্ত শাসন-কাঠামো প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে আমাদের সদিচ্ছার কোনো অভাব ছিল না, এখনো নেই।

এদেশের সুদীর্ঘ ইতিহাসে আমরা এই প্রথমবারের মতো বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করেছি। নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার ও শক্তিশালীকরণে আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করার উদ্যোগও আমরা নিয়েছি। এলক্ষ্যে শীঘ্রই একটি স্বাধীন স্থানীয় সরকার কমিশন গঠিত হবে। দেশে বিনিয়োগ ও ব্যবসার পরিবেশের উন্নয়নসহ সুশাসন নিশ্চিত করতে ইতিমধ্যেই গঠন করেছি বেটার বিজনেস ফোরাম ও রেগুলেটরি রিফর্মস কমিশন। সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আমরা সাধারণ জনগণ ও সুশীল সমাজের সাথে নিয়মিত শলা-পরামর্শ করার সংস্কৃতি চালুরও উদ্যোগ নিয়েছি।

সুধীমণ্ডলী,

আপনারা জানেন, নির্বাচন আর গণতন্ত্র সমার্থক নয়। তবে নির্বাচনের মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। তাই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুণগত পরিবর্তন আনয়নের বিষয়টিকে সরকার ও নির্বাচন কমিশন যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে। দেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা ও আইডি কার্ড প্রণয়নের কার্যক্রম অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছে। নির্বাচনী আইন ও সংস্কার বিষয়ে সুশীল সমাজ ও রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে নির্বাচন কমিশনের আলোচনা এক্ষেত্রে সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করেছে।

সুধীবৃন্দ,

আমরা আমাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও সজাগ আছি। আন্তর্জাতিক বাজারে বৈরী পরিস্থিতি সত্ত্বেও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখতে আমাদের চেষ্টা বা সদিচ্ছার কোনো কমতি ছিল না বা এখনও নেই। খাদ্য-পণ্যের আমদানি শুল্কমুক্ত করা হয়েছে। বাজার মনিটরিং জোরদার করা হয়েছে। খাদ্যপণ্য আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ব্যাংক সুদের হার কমানো হয়েছে। দেশে ভোগ্য-পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল রাখতে এবং ভোক্তা, ব্যবসায়ী ও উৎপাদকের স্বার্থরক্ষায় আমাদের প্রয়াস অতীতের মতোই ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

এবার শীত মৌসুমে আলু উৎপাদন গত বছরের তুলনায় প্রায় ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কৃষি বিশেষজ্ঞরা আশা করছেন। আমাদের কৃষক বেশী মূল্য পাওয়ার সম্ভাবনায় এবার বেশী জমিতে বোরো ধান চাষ করেছে। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে বীজ, সার ও সেচ ব্যবস্থাপনার সমস্যা এবার যথেষ্ট সীমিত ছিল। তবে এখন থেকে কৃষি খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া ছাড়া আমাদের সামনে আর কোনো বিকল্প নেই।

খাদ্যপণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে সরকার গত ৯ জানুয়ারী থেকে দেশের প্রতিটি শহরে ওএমএস বা খোলা বাজারে বিক্রয় কার্যক্রম শুরু করেছে। এছাড়াও ঢাকায় বিডিআর-এর ন্যায্যমূল্যের দোকানে খাদ্যপণ্য বিক্রি আগে থেকেই চালু আছে। সিডর উপদ্রুত এলাকাসহ দারিদ্র্য-প্রবণ জেলায় যারা দারিদ্র্য-সীমার সর্বনিম্নে অবস্থান করে তাদের জন্য সরকার ৬ লক্ষ ভিজিএফ কার্ডে চাল দেয়া শুরু করেছে। তাছাড়া সিডর উপদ্রুত এলাকায় প্রায় ২৬ লক্ষ ভিজিএফ কার্ডধারীকে গত ডিসেম্বর মাস হতে ছয় মাসের জন্য চাল অনুদান দেয়া হচ্ছে। ইতিপূর্বে সেপ্টেম্বর-২০০৭ হতে ডিসেম্বর-২০০৭ পর্যন্ত টানা সাত মাস সারা বাংলাদেশে ৫৮ লক্ষ মানুষকে ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছিল। এছাড়া কাজের বিনিময়ে খাদ্য এবং টেস্ট রিলিফ খাতেও প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

সুধীমণ্ডলী,

এ-মাটির সাহসী সন্তানেরা একাত্তরে আমাদেরকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ উপহার দিয়েছে। আমাদের বর্তমান প্রজন্মের দায়িত্ব, জাতির ক্রমবিকাশ ও অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত করা, শহীদের রেখে যাওয়া কাজ এগিয়ে নেয়া, তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সর্বশক্তি নিয়োগ করা। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের জনগণের রয়েছে অমিত সম্ভাবনা। সুযোগ পেলে ও পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে তারা এদেশের চেহারা পাল্টে দিবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রেণী, পেশা ও অবস্থান নির্বিশেষে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে আমরা একদিন আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ অবশ্যই গড়বো। আমাদের যার যার কর্মক্ষেত্রে সততা, দক্ষতা ও সর্বোচ্চ দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েই কেবল আমরা ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তঋণ শোধ করতে পারি।

পরিশেষে, আপনাদের সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে এবং মহান স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দেশ ও জাতির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে এবং একটি গণতান্ত্রিক সমতাভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রত্যাশা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

......